|  |
| --- |
| **প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান** **মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** **নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানপূর্বক** আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের **চাহিদা অনুযায়ী** আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে **দক্ষ জনশক্তি** সৃষ্টি **ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস, প্রবাসী বাংলাদেশীদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও** তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণ **এবং রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি করে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা**র **উন্নয়নে প্রবাসী কল্যাণ** ও **বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিশেষ অবদান রাখছে। পাশাপাশি নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা** **বৃদ্ধিসহ প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে** **প্রবাসী কল্যাণ** ও **বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের** নানা**মুখী কর্মতৎপরতার কারণে বর্তমানে বিশ্বের ১**৭৪ **টি দেশে প্রায় ১ কেটি ২**৯ **লক্ষের অধিক বাংলাদেশী কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় তাদের প্রেরিত রেমিটেন্স দ্বারা দেশের আমদানী ব্যয় মিটানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বৈশ্বিক মন্দা ও কোভিড পরিস্থিতির মাঝেও ২০**২০**-২০**২১ **অর্থবছরে প্রবাসী কর্মীগণ দেশে রেমিট্যান্স হিসেবে রেকর্ড পরিমাণ ২ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা (২৪.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রেরণ করেছে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ৩৬% বেশি।**

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:** Allocation of Bussiness অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ের মোট ১৯টি ম্যান্ডেট রয়েছে। মোট ৫টি ম্যান্ডেট/কার্যক্রম নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত (ম্যান্ডেট/কার্যক্রম ১, ২, ৬, ৬এ, ৯)। নারী-পুরুষ সকল প্রবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা এ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। তাছাড়া বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে গুণগতমান বজায় রেখে দক্ষতা উন্নয়মূলক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। প্রবাসী/প্রত্যাগত কর্মীদের কল্যাণার্থে আর্থিক ও আইনী সহায়তা প্রদান, বিদেশে মৃত কর্মীর মরদেহ দেশে আনয়ন ও দাফন, প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্র্রদান এবং বিদেশ ফেরত কর্মীদের আর্থ-সামাজিক পুনঃএকত্রিকরণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণ ও অধিকার সুরক্ষা, অভিযোগ প্রতিকার, বৈদেশিক কর্মসংস্হানের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ এবং বিদেশে অবস্হিত শ্রম কল্যাণ উইংসমূহের মাধ্যমে কর্মীদের সেবা প্রদান করার বিষয়সমূহ উল্লেখ রয়েছে। এসকল বিষয়ে পুরুষ কর্মীর পাশাপাশি নারী কর্মীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাছাড়া, বিদেশে অবস্হিত শ্রম কল্যাণ উইংসমূহ নারী কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান করে আসছে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা:** প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নীতি, আইন ও প্রবিধান প্রণীত হয়েছে। এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ‘বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩’ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। তাছাড়া ‘প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬’ এবং ‘বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী বিধিমালা, ২০১৭’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমালায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসনের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা থাকা এবং জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১০ দফা এজেন্ডা উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে নারী অভিবাসীদের মর্যাদা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা, প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটালাইজেশন, বেসরকারি খাত এবং অংশীজনের অন্তর্ভুক্তকরণ, সুরক্ষা অধিকার ও কল্যাণ সাধন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**3.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

**দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** **মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশসহ হংকং-এ মহিলা গৃহকর্মীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে মহিলাদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জিডিপি’তে তাদের প্রত্যক্ষ অবদান পরিমেয় এবং দৃশ্যমান হয়েছে। বিদেশে নারী কর্মীদের চাহিদার ভিত্তিতে বিদেশ গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের হাউসকিপিং, ভাষা শিক্ষা, গার্মেন্টস, টেইলরিংসহ অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। মহিলাদের জন্য স্থাপিত 06 টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (টিটিসি) এ সকল দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বিদেশগামী নারী কর্মীদের জন্য 30 (ত্রিশ) দিনের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।**

**বৈদেশিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণ: সম্প্রসারিত বৈদেশিক শ্রমবাজারে অধিক সংখ্যক নারী কর্মী প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে একজন নারী সরাসরি নিজে এবং তার পরিবার আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করে যা দারিদ্র্য নিরসনে সরাসরি ভূমিকা রাখে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধির ফলে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে নারীদের কর্মসংস্থানও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণসহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সামাজিকভাবেও তাদের অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে। সরকারি রিক্রুটিং এজেন্ট বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এর মাধ্যমে ২০১০-১১ অর্থবছর হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, কাতার, মালদ্বীপ, ওমান ও বাহরাইনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মোট ৮৬,৮০৩ জন নারী কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে।**

**অভিবাসী, প্রত্যাগত এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ:** **প্রবাসী নারী কর্মীদের অধিকার ও সুরক্ষার নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয় কর্তৃক নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে আরো অধিক সংখ্যায় নারী কর্মীরা নিরাপদ অভিবাসনের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারছে এবং তাদের উৎপাদন দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ও চুক্তি অনুযায়ী কাজের পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করে অধিক আয় করতে সক্ষম হচ্ছে। পাশাপাশি নারী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় অধিক হারে নারী কর্মী বিদেশ গমনে উৎসাহিত হচ্ছে, যা নারী উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, বোয়েসেল এর মাধ্যমে প্রেরিত কর্মীর ৮০.২২% নারী কর্মী।**

**4.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিক** | **অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **বৈদেশিক কর্মসংস্থানের**  **সুযোগ সৃষ্টি** | **বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের লাইসেন্স প্রদান, কর্মী প্রেরণ অনুমোদন ও মনিটরিং কার্যক্রম গুরুত্বের সঙ্গে সম্পাদন করা হচ্ছে। নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণ ও বিদ্যমান বাজারের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।**  **হংকং ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে নারীদের কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধিত হারে নারী কর্মীদের বিদেশে কর্মসংস্থানের ফলে অর্থনৈতিকভাবে নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীদের অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে।** |
| **2.** | **মানব সম্পদ উন্নয়ন** | **মন্ত্রণালয়ের অধীন 64** (**চৌষট্টি**) **টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও 6** (**ছয়**) **টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি রয়েছে। তন্মধ্যে ৬টি মহিলা টিটিসি রয়েছে। এসকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫৫টি ট্রেড/অকুপেশনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে-** Dress Making; Pattern Making,Marker Making & Cutting; Boutique/Block Batik; Mid-Level Garments Supervisor; Sweater and Linking Machine Operator; Fruit & Food Processing; Catering; House Keeping; Care Giver **ইত্যাদি ট্রেডে নারী কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা হচ্ছে। ফলে সৌদি আরব, হংকং, জর্ডান, লেবাননসহ বিভিন্ন দেশে নারী গৃহকর্মীদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অধিক সংখ্যক নারী কর্মী ঐসকল দেশে গমন করছেন। কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মীগণ নিজেদের দক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হওয়ায় সার্বিকভাবে নারী কর্মসংস্থান ও নারী উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।** |
| **3.** | **প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণ** | **নারী শ্রমিকসহ সকল প্রবাসীদের আইনগত সহায়তা, বিদেশী নিয়োগকারীর নিকট হতে মৃত কর্মীর ক্ষতিপূরণ আদায়, সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বিপদগ্রস্ত কর্মীদের সহায়তা, স্বাস্থ্য সুবিধা, কর্মীদের কর্মস্থল পরিদর্শন, মৃত কর্মীর মরদেহ স্বদেশে প্রেরণ ও দাফনের ব্যবস্থা, মৃত কর্মীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে**। **এ সকল কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ফলে একদিকে প্রবাসী নারী শ্রমিকদের পরিবারবর্গ উপকৃত হচ্ছে, অন্যদিকে প্রবাসে নারী কর্মীরা স্বাচ্ছন্দ্যে কর্মে নিয়োজিত থাকতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে দেশের অধিক সংখ্যক নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানে উৎসাহিত হচ্ছে এবং পরিবারের উন্নয়নসহ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।** |

**৫.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**৫.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:**

| **দপ্তর** | **কর্মকর্তা (%)** | | | | **কর্মচারী (%)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **২০২1-২2** | | **২০২2-২3** | | **২০২1-২2** | | **২০২2-২3** | |
| **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** |
| সচিবালয় | ৮০ | ২০ |  |  | ৭৮ | ২২ |  |  |
| জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো | ৮৪.৪০ | ১৫.৬০ |  |  | ৮৬.৮০ | ১৩.২০ |  |  |
| বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়সমূহ | ১০০ | - |  |  | ৮৫.৭০ | ১৪.৩০ |  |  |
| জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়সমূহ | ৮৭.৩০ | ১২.৭০ |  |  | ৭৮.৭০ | ২১.৩০ |  |  |
| প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ | ৮০.৮৫ | ১৯.১৫ |  |  | ৮৫.৪০ | ১৪.৬০ |  |  |
| মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউটসমূহ | ৮৪.৬০ | ১৫.৪০ |  |  | ৯১.১০ | ৮.৯০ |  |  |
| শিক্ষানবিশ দপ্তরসমূহ | ১০০ | - |  |  | ১০০ | - |  |  |

**৫.২ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক** | **সচিবালয়/দপ্তরে চলমান কার্যক্রম/প্রকল্প** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | | **২০২1-২2** | | **২০২2-২3** | |
| **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** |
| ০১ | বিএমইটির অধীন দপ্তরসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদান | জন | 96000 | 24000 | 514000 | 37000 |  |  |
| ০২ | বিএমইটি’র বিদেশগামী কর্মীদের বহিগর্মন ছাড়পত্র প্রদান/বৈদেশিক কর্মসংস্থান | জন | 155000 | 22500 | 543000 | 75000 |  |  |
| ০৩ | বোয়েসেলের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্হান | জন | ৭২ | ৫৪৮৪ | ১৪৫৬ | ১৩৬১৬ |  |  |
| ০৪ | বোয়েসেলের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়াগামী কর্মীদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান | জন | - | - | ১০৭২ | ৮ |  |  |
| ০৫ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক আর্থিক অনুদান প্রদান | জন | ৬০০০ | ৯২০ | ৪৩০০ | ৯৪২ |  |  |
| ০৬ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক কর্মীদের মৃত্যজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান | জন | ১০০০ | ৬২ | ২৪৬ | - |  |  |
| ০৭ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান | জন | ২১০০ | ৪৬৫৬ | ২৮৩৮ | ২২৪৬ |  |  |
| ০৮ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সেীদি আরব গামী কর্মীদের হোটেল কোয়ারান্টাইন ভর্তুকি প্রদান | জন | ৩৮ | - | ২০০০ | ৫০০ |  |  |
| ০৯ | ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বিদেশগামী কর্মীদের RT-PCR টেস্ট বাবদ ভর্তুকি প্রদান | জন | - | - | ৮৯৬২৫ | ২০০০ |  |  |

**৫.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৬.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক** | **কর্মকৃতি নির্দেশক** | **পরিমাপের একক** | **2019-20** | **2020-২1** | **20২1-22** |
| **1.** | **মোট বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ** | **%** | ১৬% | ১৭% |  |
| ২. | দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | নারী ও পুরুষ কর্মীর অনুপাত | ১৬:৮৪ | ১৭:৮৩ |  |

**৭.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**৭.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতি :**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা** | নতুন শ্রম বাজার গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষিত এবং নিরক্ষর উভয় নারী কর্মীদের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গার্মেন্টস কর্মী, সুপারভাইজার, কেয়ারগিভার, নার্স এবং ডাক্তার এর ন্যায় শোভন পেশায় নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। |
| 2 | **নারীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ** | বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য নতুনভাবে ৪০টি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। নারীদের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এসকল টিটিসিতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। |
| 3 | **নারীদের জন্য বিদেশ গমনের বিষয়াবলি সহজ করা এবং কম খরচে নারীদের জন্য বিদেশ গমনের ব্যবস্থা করা** | সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে বিদেশগামী নারী কর্মী বাছাই করা হয়। বিদেশগামী নারী কর্মীদের জন্য এক মাস মেয়াদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। |
| ৪ | **প্রবাসী নারীদের জন্য ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা এবং প্রবাসী নারীদের অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা** | ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন অর্গানাইজেশন (আইওএম) কর্তৃক অভিবাসী নারীদের জন্য আপগ্রেডেট ডাটাবেস সফ্টওয়্যার প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
| ৫ | **নিয়োগকারী দেশের আইন অনুযায়ী বিদেশে কর্মরত মহিলা কর্মীদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ** | নারী কর্মীদের বয়স, ভিসা এবং কর্মসংস্থান চুক্তি যথাযথভাবে যাচাই করে বিদেশ গমনের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। নারী অভিবাসীদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য বিএমইটি-তে অভিযোগ ম্যানেজমেন্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিদেশস্থ শ্রম কল্যাণ উইংসমূহের মাধ্যমে নিয়োগকারীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে নারীদের কর্মপরিবেশ, মজুরি এবং অন্যান্য সুবিধা ও অধিকার সংরক্ষণ করা হয়। |
| ৬ | **মহিলা কর্মীদের বিদেশে প্রেরণের ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ** | **নারী কর্মীদের বিদেশে প্রেরণে সচেতন করার জন্য** সেমিনার, বিলবোর্ড স্থাপন, লিফলেট, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন এবং পুস্তিকা বিতরণসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসন, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং টিটিসির মাধ্যমেও বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। |
| ৭ | **মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে ডাটা ব্যাংক থেকে নারী কর্মী প্রেরণ নিশ্চিতকরণ** | **ডাটা ব্যাংক থেকে নারী কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে** বিদ্যমান ডাটাবেজ আপগ্রেডেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |

**৭.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য আলোচনা**

**বৈদেশিক শ্রম বাজারে নারী কর্মী প্রেরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীদের জন্য ৬টি মহিলা টিটিসি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সকল অঞ্চল থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিদেশে গমনেচ্ছু যে কোন নাগরিককে যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ে অভিবাসনের নিয়মিত সুযোগ নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে।** বিগত তিন অর্থবছরে (২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১) ১,১২,১৬৯ জন নারী এবং ১২,০৫,১৭২ জন পুরুষকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ট্রেড এবং পিডিও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসময়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২,০৭,৩২৪ জন নারী এবং ১২,২২,৩২০ জন পুরুষ কর্মী বিদেশ গমন করেছেন। উল্লেখ্য, ২,০৭,৩২৪ জন নারী স্বল্প খরচে/বিনা খরচে জর্ডান, **ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, সৌদি আরবে** গমন করেছেন। তন্মধ্যে বোয়েসেল এর মাধ্যমে ২২,৪৯৮ জন নারী গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে জর্ডানে গমন করেছেন। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে বিদেশ গমণের জন্য ৯% সরল সুদে সহজশর্তে 19 জন নারী কর্মীকে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ‘নারী অভিবাসন ঋণ’ এবং 20,153 জন পুরুষ কর্মীকে ‘অভিবাসন ঋণ’ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বিদেশ ফেরত কর্মীদের পুর্নবাসনের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ৭% সরল সুদে ১০ বছর মেয়াদে 7 জনকে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ‘নারী পুর্নবাসন ঋণ’ এবং 885 জন পুরুষ কর্মীকে ‘পুর্নবাসন ঋণ’ প্রদান করা হচ্ছে।

**দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে সকল অভিবাসী কর্মীদের অধিকার, মর্যাদা রক্ষা করা বিশেষ করে নারী কর্মীদের নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছু নারী শ্রমিকসহ সকলের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা, বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহ প্রদান এবং রেমিট্যান্সের যথাযথ ব্যবহার ও আয়বর্ধক বিনিয়োগে কর্মী ও পরিবারকে সহযোগিতাসহ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনঃএকত্রিকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান হচ্ছে।দক্ষ ও আধা-দক্ষ অভিবাসী কর্মীর কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবীদের (গৃহকর্মী,** গার্মেন্টস কর্মী , **নার্স** ও কেয়ারগিভার**) অভিবাসনের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতঃমধ্যে অভিবাসীদের কল্যাণের জন্য ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ডের অর্থায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের নতুন বাজার উন্মোচন, অধিক সংখ্যায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ, দক্ষ নারী কর্মী প্রেরণ, কম খরচে ও ভাল বেতনের চাহিদা পত্র সংগ্রহকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী রিক্রুটিং এজেন্সীকে সম্মাননা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে**।

* নারী কর্মীদের বিদেশ গমণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে ৯% সরল সুদে সহজশর্তে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ‘নারী অভিবাসন ঋণ’ প্রদান করা হয়। **প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণকারী নারী কর্মীগণ জর্ডান, হংকং, দুবাই, ওমান, বাহরাইন, লেবানন প্রভৃতি দেশে গম**ন **করেছে।** নারী কর্মী দেশে ফেরত আসার পরে পুর্নবাসনের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে ৭% সরল সুদে ১০ বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ‘নারী পুর্নবাসন ঋণ’ প্রদান করা হয়। **প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকে মার্চ/২০২২ পর্যন্ত** 1৪৫২ **জন নারী কর্মীকে সম্পূর্ণ জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়েছে।**
* নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নারী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, নারী কর্মী নির্বাচন ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে টিটিসি ও ডিইএমও’র সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটি’র মাধ্যমে নারী গৃহকর্মী নির্বাচনপূর্বক ৪১টি টিটিসিতে ৩০দিন ব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১১ হতে ২০২২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সর্বমোট ১০,০০,৪৫৬ জন নারী কর্মীর বিভিন্ন পেশায় বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০২১ সালে অতিমারি থাকা সত্ত্বেও ৮০,১৪৩ জন বাংলাদেশী নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। জাপানে ‘কেয়ার গিভার’ হিসেবে নারী কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। নারী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে জাপানিজ ভাষা শিক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে।

বোয়েসেল এর মাধ্যমে জুলাই ২০০৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৮৮,৭০৬ জন নারীকর্মী স্বল্প খরচে/বিনা খরচে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে জর্ডানসহ বিভিন্ন দেশে গমন করেছেন। তাছাড়া **ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, সৌদি আরবে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।** প্রবাসী নারীদের মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ সাধনের জন্য ০৫টি দেশে ০৬টি ‘সেফ হোম’ স্থাপন করা হয়েছে। ইতঃমধ্যে বিএমইটিতে “নারী কর্মী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল” গঠন করা হয়েছে।

**৭.৩** মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে নারীর উন্নত জীবনযাপনের সাফল্যগাঁথা :

|  |
| --- |
| যারা বিদেশে চাকুরি লাভের, সম্মানের সাথে কাজ করার এবং অর্থ উপার্জনের স্বপ্ন দেখেন, নাসরিন তাঁদের জন্য অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। জাপানে একজন মহিলা টেকনিক্যাল ইন্টার্ন হিসেবে তার চমৎকার পারফরম্যান্সের মাধ্যমে, সে অনেক নারী অভিবাসীদের জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছে । একজন বাংলাদেশী তরুণী হিসেবে বিদেশে যাওয়ার আগে তার অর্জিত বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সে বাংলাদেশের সম্মান কে আরো বৃদ্ধি করেছে। সে তার অর্জিত প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান দিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছে এবং তার পরিবারের জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করেছে। নাসরিন গাজী ছিল অতি নিম্নবিত্ত পরিবারের একজন সাধারণ পরিবারের মেয়ে। কিন্তু দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। সে ‘আই এম জাপান’ প্রকল্পের অধীনে 200 জন প্রতিযোগীর মধ্যে একজন নারী হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন।  The International Manpower Development Organization (IM), Japan এর সাথে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের MoU স্বাক্ষরিত হওয়ায় ‘টেকনিক্যাল ইন্টার্ন’ হিসবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। সেই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ট্রেনিং কলেজসমূহে জাপানিজ ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, টেকনিক্যাল ইন্টার্নদের জন্য টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল উদ্যোগ, মানবসম্পদ এবং আন্তর্জাতিক পারস্পরিক বোঝাপড়ার উন্নয়ন করা। নাসরিন সেই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে শতভাগ আন্তরিকতা এবং দৃঢ়তার সাথে এই কঠোর প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সফলভাবে ঊত্তীর্ণ হন। IM জাপানের ২০০ জন প্রার্থীর মধ্যে কারিগরি ইন্টার্নদের প্রথম ব্যাচে নাসরিন নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে নিয়োগ প্রক্রিয়া সফলভাবে শেষ করে ১৬ সদস্যের ব্যাচে একমাত্র মহিলা প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে জাপানে চাকুরি পেতে সক্ষম হন। জাপানে চাকুরি লাভের পর থেকে নাসরিন অনেক পরিশ্রম করেছেন। নাসরিনের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট হয়ে IM জাপানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এখন বাংলাদেশ থেকে আরও দক্ষ কারিগরি ইন্টার্নদের জাপানে নিতে চান। শুধু তাই নয়, নাসরিনকে উপবৃত্তি দিয়ে টোকিও ইউনিভার্সিটিতে জাপানি ভাষা কোর্সে তিনি ভর্তির ব্যবস্থা করছেন। কোর্স শেষ করার পর, নাসরিন একজন অনুবাদক এবং দোভাষী হতে চায়। উল্লেখ্য, এ পেশায় জাপানে খুব ভালো বেতন পাওয়া যায়। নাসরিন এখন বছরে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন টাকা আয় করছেন। সে বর্তমানে বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র (BNSK)-এর একজন বোর্ড সদস্য হওয়ার কারণে, প্রত্যাবর্তনকারী নারী অভিবাসীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত নারী উদ্যোক্তাদের-উদ্যোক্তা, দক্ষতা, উন্নয়নের বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। এভাবে নাসরিন বাংলাদেশের অন্যান্য নারী অভিবাসীদের জন্য স্বনির্ভরতার সুযোগ তৈরি করে চলেছেন। নাসরিনের গল্প আমাদের সংগ্রামী সকল নারীদের মধ্যে এভাবে আশার আলো সঞ্চার করে যে, অধ্যবসায় এবং কঠোর পরিশ্রমের সাথে সঠিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, যে কেউ সাফল্যের দরজা খুলতে পারে। বৈদেশিক শ্রমবাজারে নাসরিনের সফলতার দৃষ্টান্ত নারী অভিবাসী কর্মী তথা দেশের নারী উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে।    **চিত্র-নিয়োগ প্রক্রিয়া সফলভাবে সমাপ্ত করার পরে ১৬ সদস্যের ব্যাচমেটদের সাথে নাসরিন (মাঝখানে)** |

**৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

* নারী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যাপ্ত সংখ্যক মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকা;
* সাধারণ টিটিসিগুলোতে নারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং সচেতনতার অভাবে নারী প্রশিক্ষণার্থীর সীমিত অংশগ্রহণ;
* স্বল্প ব্যয়ে/শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণের দেশের (বর্তমানে ৬টি-জর্ডান, ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন ও সৌদি আরব) সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা;
* প্রবাসী নারীদের কল্যাণ সাধন নিশ্চিতকরণে ডাটাবেইজ প্রণয়ন এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অভাব;
* অধিক সংখ্যক নারী কর্মীদের বৈদেশিক শ্রম বাজারে প্রেরণের লক্ষ্যে যথেষ্ট সামাজিক সচেতনতা ও প্রচারনার সল্পতা;
* নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে বিদেশ গমণেচ্ছু নারীদের ‘নারী অভিবাসন ঋণ’ এবং বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের পুর্নবাসনের লক্ষ্যে ‘নারী পুর্নবাসন ঋণ’ প্রদান করা হলেও ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা কম। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ না করা;
* নারী পাচার রোধে প্রচারণা এবং সচেতনতার অভাব;

**৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* **নারীর দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;**
* **নারী শ্রমশক্তির বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ;**
* **স্বল্প ব্যয়ে/শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে নারীদের জন্য বিদেশ গমনের ব্যবস্থা গ্রহণ;**
* **প্রবাসী নারীদের ডাটা বেইজ প্রণয়ন করা এবং প্রবাসী নারীদের অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;**
* **নিয়োগকারী দেশের আইন অনুযায়ী বিদেশে কর্মরত মহিলা কর্মীদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ**;
* **মহিলা কর্মীদের বিদেশে প্রেরণের ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;**
* নারী কর্মীদের বিদেশ গমণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে ‘নারী অভিবাসন ঋণ’ প্রদান; এবং
* বিদেশ ফেরত নারী কর্মীদের পুর্নবাসনের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ‘নারী পুর্নবাসন ঋণ’ প্রদান
* বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী প্রশিক্ষণার্থীদের এবং কর্মকতা-কর্মচারীদের কর্মপরিবেশ উন্নত করা।